সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন সংক্রান্ত এশীয় মন্ত্রী পর্যায়ের নভেম্বরের দিল্লি সম্মেলন উপলক্ষে সুশীল সমাজের অভিমত: গণমানুষের অধিকারকে রাষ্ট্রের অধিকারের চেয়ে প্রাধান্য দিতে হবে

আন্তসীমান্ত স্থানচ্যুতির বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অববাহিকাভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনার দাবি

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর ২০১৬। ভারতের দিল্লিতে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন সংক্রান্ত এশীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন উপলক্ষে আজ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে দেশি-বিদেশি ২১টি সংস্থা একটি সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনার থেকে এশীয়ার নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দের কাছে আন্ত সীমান্ত স্থানচ্যুতির সমস্যা মোকাবেলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং অববাহিকাভিত্তিক নদী ব্যবস্থাপনার দাবি তুলে ধরা হয়। সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে এ্যাকশন এইড, ব্র্যাক, ক্রিস্টিয়ান এইড, কোস্ট ট্রাস্ট, ডান চার্চ এইড, দিশারী, ডিজাস্টার ফোরাম, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, ইসলামিক রিলিফ, লাইট হাউস, নিরাপদ, পিদিম ফাউন্ডেশন, অক্সফাম, প্লান ইন্টারন্যাশনাল, প্র্যাকটিক্যাল একশন, এসকেএস ফাউন্ডেশন, টিয়ার ফান্ড এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের রেজাউল করিম চৌধুরী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব শাহ কামাল এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মহাপরিচালক রিয়াজ আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন ডান চার্চ এইডের হাসিনা ইনাম, ব্র্যাকের শশাঙ্ক শাদি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের কে জাকারিয়া খালেদ, এডাবের মো জসিম উদ্দিন, ইএসসি'র আমিনুল কায়সার দিপু, কোর্ডএইডের ওয়াহিদা বাশার আহমেদ, হেল্প এইজের কবিতা বোস, এসকেএস'র পলাশ কুন্ডু এবং পিদিম ফাউন্ডেশনের এবি ব্যানার্জি।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে কোস্ট ট্রাস্টের শওকত আলী টুটুল ৬টি দাবি তুলে ধরেন, সেগুলো হলো: ১) সরকারগুলোকে গণমানুষের কথা শুনতে হবে এবং নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার কথা বিবেচনা করতে হবে, ২) সাইক্লোন এবং মৌসুমী জোয়ার ভাটা, লবণাক্ত পানির প্রবেশ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য সরকারসমূহকে বিভিন্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করতে হবে। এই অঞ্চলের দেশগুলোর, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশের, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয় তারা উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে এক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়ার অধিকার রাখে, ৩) সব সরকারকে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে, সব সরকারকে জাতিসংঘের নীতি কাঠামোর আওতায় তার অভ্যন্তরীন ও আন্ত সীমান্ত বাস্তুচ্যুতদের সমস্যা সমাধানে নীতি প্রণয়ন করতে হবে, ৪) আন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিশেষ দুর্যোগে নিয়োগের জন্য বিশেষ বাহিনী বা সংস্থা তৈরি রাখতে হবে, ৫) স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলোকে প্রধান্য দেওয়ার বিশ্ব মানবিকতা সংক্রান্ত সম্মেলনের আহ্বানকে গুরত্ব দিতে হবে।

শাহ কামাল বলেন, সরকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট। তিনি বলেন, দারিদ্র দূরীকরণে এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সরকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সহযোগিতার আহবান জানাবে। রিয়াজ আহমেদ বলেন, আঞ্চলিক সহযেগিতার প্রয়োজন থাকলেও, বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাড়াতে হবে এবং নিজের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। হাসিনা ইনাম বলেন, আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোকে মানুষের অধিকার নিয়ে ভাবতে হবে, শুধু সরকারের বা রাষ্ট্রের অধিকার নিয়ে ভাবলে হবে না। মানুষের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ।

বার্তা প্রেরক
রেজাউল করিমচৌধুরী,মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১